দৈনিক বাংলা

43

তারিখ ...05 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

হরতাল ও ছাত্র ধর্মঘটে ঢাকা ভার্সিটিতে গত বছর ৩১ দিন ক্লাস হয়নি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বিগত বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর হরতাল ও ছাত্র ধর্মঘটের কারণে ৩১ দিন ক্লাসসহ সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এ জন্য গত ৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষা ও সকল প্রকার ক্লাস সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী শুধুমাত্র ছাত্র ধর্মঘটের জন্য ১৬দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল আহূত হরতালের কারণে বাকি দিনগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও কাজকর্ম হয়নি।

গতবছর এপ্রিল মাসে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলে, ছাত্রলীগ (ম-ই) বছরের প্রথম ছাত্র ধর্মঘট ক্যাম্পাসে আহবান করে।

ছাত্র ধর্মঘটের চেয়ে বেশী ক্ষতি হয় রাজনৈতিক দলের হরতাল ধর্মঘটে। ক্লাস ও পরীক্ষা না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রী এই মন্তব্য করেছেন।

পরীক্ষা পিছানো, সাম্প্রদায়িক শক্তি নিষিদ্ধ করা, ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ এবং বাণিজ্যিক ভবন নির্মানের দাবিতে মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল বিগত বছরে।

এছাড়া বছরের শেষ দিকে গত ডিসেম্বর মাসে কাগজের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে, কাঁটাবন মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত এবং পরীক্ষা পিছনোর দাবিতে প্রায় এক সপ্তাহ কোন ক্লাস হয়নি।

বিগত বছর যে সব সংগঠন ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছিল সেগুলি হচ্ছে ছাত্রলীগ (শা-পা), জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ (বা-কা), সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ, ছাত্রলীগ (মি-না), কাঁটাবন মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তকরণ বাস্তবায়ন কমিটি, সাধারণ ছাত্র আন্দোলন পরিষদ। অন্যদিকে শিক্ষা ও চাকরিতে বৈষম্য প্রতিরোধ কমিটি নামে একটি সংগঠন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে প্রিলিমিনারী ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ দানের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩দিন ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে।

রাজনৈতিক দলগুলোর হরতালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মে, জুন এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর নবেম্বর, ডিসেম্বর প্রায় ১৪ দিন কোন ক্লাস হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমে আসা সেশনজট আবার বাড়তে শুরু করেছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমীক কাউন্সিলের একজন শিক্ষক বলেন, যে কেউ ধর্মঘট আহবান করে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে তালা লাগিয়ে দিলে ধর্মঘট হয়। তিনি বলেন, এর নিরসন হওয়া উচিত। ছাত্র সংগঠনগুলো ধর্মঘটের চেয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করলে সমস্যার সহজ সুরাহা সম্ভব। ধর্মঘট এর কোন সমাধান দেবে না বরং ছাত্রছাত্রীদের ধারাবাহিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।